বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবের উপর
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০০৩-২০০৫

প্রথম খন্ড

(অডিট রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবের উপর প্রণীত ইস্যুভিত্তিক অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ ঃ ০২/১১/১৪১৩ বঃ .... বঃ
১৪/০২/০৭ খ্রিঃ .... খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল,
বাংলাদেশ।

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য
(Information About the Audit)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান (Audited Units)	ঃ	১। প্রধান ডাকঘর, লালমনিরহাট। ২। প্রধান ডাকঘর, নীলফামারী। ৩। প্রধান ডাকঘর, গাইবান্ধা। ৪। প্রধান ডাকঘর, কুড়িগ্রাম।
নিরীক্ষার প্রকৃতি (Nature of Audit)	ঃ	ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা।
নিরীক্ষিত বৎসর (Audited Year)	ঃ	২০০৩-২০০৫।
নিরীক্ষা কৌশল (Audit Approach)	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা দলের সংখ্যা (Number of Audit Team)	ঃ	৩ (তিন) টি।
নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল (Audit Information Collection Technique)	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ
নিরীক্ষা তথ্যসমূহের ধরণ (Pattern of Audit Information)	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যসমূহ।

১.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	শিরোনাম	টাকা
১	২	৩	৪
১।	প্রধান ডাকঘর লালমণিরহাট, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম	মেয়াদী আমানতের (FD) হিসাব হতে ভূয়া জমা দেখিয়ে আসল ও মুনাফা উত্তোলন করায় ক্ষতি।	৫৮,০৩,৮২৭/-
২।	প্রধান ডাকঘর নীলফামারী	তিন বৎসর মেয়াদী তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক একই সঞ্চয়পত্র একাধিকবার ভাংগানো/উত্তোলন করায় ক্ষতি।	৮৪,০০,০০০/-
৩।	প্রধান ডাকঘর লালমণিরহাট	বিভিন্ন প্রকারের ও মূল্যমানের সঞ্চয় পত্র একাধিকবার ভাংগানো দেখিয়ে আসল ও মুনাফার টাকা আত্নসাৎ।	৩০,৪০,৫৯৫/-
৪।	প্রধান ডাকঘর কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা	এস,বি ও এফ,ডি'র বিপরীতে টাকার অংক পরিবর্তন করে ও ভূয়া জমা দেখিয়ে তা উত্তোলন করতঃ ক্ষতি।	৬,৪২,৪৩৭/-
৫।	প্রধান ডাকঘর নীলফামারী	বন্ধ ঘোষিত আমানত হিসাবের লেজারে ব্যালেন্স না থাকা সত্ত্বেও জার্নালে স্থিতি দেখিয়ে উত্তোলন করতঃ আত্নসাৎ।	৮,৩৫,০৫০/-
৬।	প্রধান ডাকঘর লালমণিরহাট	ভাংগানো সঞ্চয় পত্রের বিপরীতে পরবর্তীতে মুনাফা দেখিয়ে তা উত্তোলন করতঃ ক্ষতি।	২,৯৫,৫০০/-
৭।	প্রধান ডাকঘর নীলফামারী	বদলী মেয়াদী হিসাবের বিপরীতে লেজারে ব্যালেন্স না থাকা সত্ত্বেও অর্থ উত্তোলন করতঃ আর্থিক ক্ষতি।	১,৩৭,৫০০/-
			মোট =১,৯১,৫৪,৯০৯/-

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ- (Causes of Irregularities and Losses).

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

- সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- ডাক বিভাগের মেয়াদী আমানত সঞ্চয়ী হিসাব ও সাধারণ হিসাবের লেজার ও দৈনিক হিসাব সঠিকভাবে পরিপালন না করা।
- লেজারে কাল্পনিকভাবে স্থিতি (Balance) বৃদ্ধি দেখিয়ে তা উত্তোলন করা।
- লেজারে স্থিতি না থাকা সত্ত্বেও হিসাব নম্বর এর বিপরীতে টাকা উত্তোলন দেখিয়ে সিডিউলভূক্ত করতঃ হিসাব সমন্বয় করা।
- লেজারে ভূয়া জমা দেখিয়ে তার উপর মুনাফা হিসাব করতঃ মুনাফাসহ টাকা উত্তোলন করে নেয়া।
- হিসাবের মালিক সনাক্তকরণ স্লিপ ডাকঘরে সংরক্ষণ না করা।
- হিসাব হতে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে নমুনা স্বাক্ষর ও নাম সঠিক কিনা তা যাচাই না করা।
- সঞ্চয়পত্র প্রকৃত মালিক ভাংগিয়ে নেয়ার পরও তা "বাতিল / ভাংগানো" হয়েছে না লিখে বার বার পোষ্ট অফিস কর্তৃক ভাংগানো দেখিয়ে টাকা উত্তোলন করা।
- আমানতকারীর টাকার অংক ঠিক রেখে তার এফ ডি এর বিপরীতে ভূয়া জমা দেখিয়ে তা উত্তোলন করে নেয়া।
- লেজারে জমা টাকার অংকের পূর্বে নতুন অংক বসিয়ে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা।
- লেজারে জমা টাকার অংকের পরে '০' বসিয়ে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা।
- বন্ধ হিসাব হতে ভূয়া স্থিতি (Balance) ও ভূয়া নাম ঠিকানা দেখিয়ে টাকা উত্তোলন করা।
- হিসাব এক ডাকঘর হতে অন্য ডাকঘরে স্থানান্তর হওয়ার পরও তার বিপরীতে স্থিতি (Balance) দেখিয়ে টাকা উত্তোলন করা।

নিরীক্ষার সুপারিশমালা (Audit Recommendations) ঃ
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

- সঞ্চয় ব্যাংক এর উপর ভূয়া জমা, বিভিন্ন সঞ্চয়পত্র একাধিকবার ভাঙ্গানো, এসবি/এফডি হিসাবের টাকার অংক পরিবর্তন করে, আমানতকারীর ভূয়া নাম ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করে ক্ষতিকৃত সরকারী টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- অনিয়ম / জালিয়াতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা / কর্মচারীদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- অধঃস্তন পর্যায়ে কার্যক্রমের তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।
- সরকারী অর্থের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- কর্মকর্তা / কর্মচারীদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

মহাপরিচালকের মন্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর অধীনস্থ ৪টি অফিসের ২০০৩-২০০৫ সালের সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবের উপর ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫-০৯-২০০৫ হতে ১৫-০২-২০০৬ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যে সকল আপত্তি বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সে সকল আপত্তিসমূহকে সন্নিবেশ করে আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবের (মূলতঃ মেয়াদী সঞ্চয়পত্রের) ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষার উপর ৭(সাত) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে সকল আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি দৃষ্টিগোচরে আনা হল তা সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের মোট আর্থিক লেনদেনের পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষার ফল মাত্র। অতএব, আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নিরীক্ষা মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র নমুনামূলক। এগুলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের ভুল-ত্রুটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বর্ণিত অনিয়মসমূহ দূর করা হলে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সেবাদান কার্যক্রমে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ ২৬/১০/১৪১৩ বঃ .... বঃ
৮/২/০৭ খ্রিঃ .... খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আবদুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবের উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

২০০৩-২০০৫

দ্বিতীয় খন্ড

(মূল নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ)

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
১। কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য	... ...	১
২। গুরুতর আর্থিক অনিয়ম	... ...	৩
২.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার	... ...	৫
২.০২ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	... ...	৭-১৩
৩। মহাপরিচালকের মন্তব্য	... ...	১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাবের উপর প্রণীত ইস্যু ভিত্তিক অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

তারিখ ঃ ০২/১১/১৪১৩ বঃ
১৪/০২/০৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

ভট্টাচার্য

০২৪২\২২\২০

৭০\২০\৪২

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম

২.০১ গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্ত সার
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ক্রমিক নম্বর	অফিসের নাম	শিরোনাম	টাকা
১	২	৩	৪
১।	প্রধান ডাকঘর লালমণিরহাট, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম	মেয়াদী আমানতের (FD) হিসাব হতে ভূয়া জমা দেখিয়ে আসল ও মুনাফা উত্তোলন করায় ক্ষতি।	৫৮,০৩,৮২৭/-
২।	প্রধান ডাকঘর নীলফামী	তিন বৎসর মেয়াদী তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক একই সঞ্চয়পত্র একাধিকবার ভাংগানো/উত্তোলন করায় ক্ষতি।	৮৪,০০,০০০/-
৩।	প্রধান ডাকঘর লালমণিরহাট	বিভিন্ন প্রকারের ও মূল্যমানের সঞ্চয় পত্র একাধিকবার ভাংগানো দেখিয়ে আসল ও মুনাফার টাকা আত্নসাৎ।	৩০,৪০,৫৯৫/-
৪।	প্রধান ডাকঘর কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা	এস,বি ও এফ,ডি'র বিপরীতে টাকার অংক পরিবর্তন করে ও ভূয়া জমা দেখিয়ে তা উত্তোলন করতঃ ক্ষতি।	৬,৪২,৪৩৭/-
৫।	প্রধান ডাকঘর নীলফামারী	বন্ধ ঘোষিত বিভিন্ন মেয়াদী আমানত হিসাব হতে আমানতকারীর ভূয়া নাম ব্যবহার করে টাকা আত্নসাৎ।	৮,৩৫,০৫০/-
৬।	প্রধান ডাকঘর লালমণিরহাট	ভাংগানো সঞ্চয় পত্রের বিপরীতে পরবর্তীতে মুনাফা দেখিয়ে তা উত্তোলন করতঃ ক্ষতি।	২,৯৫,৫০০/-
৭।	প্রধান ডাকঘর নীলফামারী	বদলী মেয়াদী হিসাবের বিপরীতে লেজারে ব্যালেন্স না থাকা সত্ত্বেও অর্থ উত্তোলন করতঃ আর্থিক ক্ষতি।	১,৩৭,৫০০/-
			মোট =১,৯১,৫৪,৯০৯/-

২.০২ গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ (বাংলাদেশ ডাক বিভাগ)

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-১ ॥ মেয়াদী আমানতের (FD) হিসাব হতে ভূয়া জমা দেখিয়ে আসল ও মুনাফা বাবদ ৫৮,০৩,৮২৭/- টাকা উত্তোলন করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৫।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ২৯-০১-২০০৬ হতে ১৫-০২-২০০৬।
- নিরীক্ষিত অফিস ঃ প্রধান ডাকঘর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম।
- ডাক বিভাগের কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ ৪১টি এফডি হিসাবে ভূয়া জমা দেখান।
- ভূয়া জমাকৃত অর্থ দৈনিক জার্নালে দেখানো হয়নি, ফলে হেড অফিস সামারীর মাধ্যমেও সরকারী খাতে জমা দেখানো হয়নি।
- লেজারে ভূয়া টাকা জমা দেখিয়ে স্থিতি (Balance) বৃদ্ধি করা হয়েছে ;
- লেজারে ভূয়া স্থিতি হতে আসল ও মুনাফা উত্তোলন করা হয়েছে ;
- উত্তোলিত অর্থ লেজার ও দৈনিক জার্নালে এন্ট্রি করে হিসাবে সমন্বয় করা হয়েছে।
- বর্ণিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের ৫৮,০৩,৮২৭/-টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বিভাগীয় তদন্তে অনিয়ম উত্থাপিত হওয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সচিব বরাবরে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বর্ণিত ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ক্ষতিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে উক্তরূপ অনিয়ম রোধকল্পে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তনদের কার্যক্রমের তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-২ ॥ **তিন বৎসর মেয়াদী তিন মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক একই সঞ্চয়পত্র একাধিকবার ভাংগানোর মাধ্যমে ৮৪,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৫।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ০৮-১২-২০০৫ হতে ২৯-১২-২০০৫।
- নিরীক্ষিত অফিস ঃ প্রধান ডাকঘর, নীলফামারী।
- ডাক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক ৪৬টি তিন বৎসর মেয়াদী সঞ্চয় পত্র প্রথমবার ভাংগিয়ে মালিক কর্তৃক মুল টাকা উত্তোলনের পর পুনরায় পোষ্ট অফিস কর্তৃক তা ভাংগানো দেখিয়ে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
- সঞ্চয়পত্রের ক্রয় ফরমে প্রথমবার ভাংগানোর পর "ভাংগানো হয়েছে" লিখে বাতিল না করে পুনরায় ভাংগানো দেখিয়ে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
- সঞ্চয়পত্রের মালিক সনাক্ত করণ স্লিপ ক্রয়ফর্মের সাথে যুক্ত করে রাখা হয়নি।
- সঞ্চয় পত্রের মালিকের নমুনা স্বাক্ষর না মিলিয়ে অর্থ উত্তোলন দেখানো হয়েছে।
- ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবের সরকারী বিধি বিধান যথাযথ পরিপালিত না হওয়ায় অনিয়ম হয়েছে।
- বর্ণিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের ৮৪,০০,০০০/-টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-২)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অনিয়ম উদঘাটিত হয়েছে এবং জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সচিব বরাবরে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয় কিন্তু মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সংঘঠিত ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদিগকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ক্ষতিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধকল্পে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তনদের কাজকর্মের তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৩ ॥ বিভিন্ন প্রকারের এবং মূল্যমানের সঞ্চয়পত্র একাধিকবার ভাংগানো দেখিয়ে আসল ও মুনাফা বাবদ ৩০,৪০,৫৯৫/- টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৫।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ২৯-০১-২০০৬ হতে ১৫-০২-২০০৬
- নিরীক্ষিত অফিস ঃ প্রধান ডাকঘর, লালমনিরহাট।
- সঞ্চয় পত্রের প্রকৃত মালিক কর্তৃক ৩০টি সঞ্চয়পত্র একবার ভাংগিয়ে অর্থ উত্তোলনের পর ডাক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগন কর্তৃক পুনরায় ভাংগানো দেখিয়ে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
- সঞ্চয়পত্রের ক্রয় ফরমে প্রকৃত মালিক ভাংগানোর পর "ভাংগানো হয়েছে" মর্মে নোট করা হয়নি।
- সঞ্চয়পত্রের মালিক সনাক্ত করণ স্লিপ ক্রয় ফর্মের সাথে যুক্ত করে রাখা হয়নি।
- বর্নিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের ৩০,৪০,৫৯৫/-টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বিভাগীয় তদন্তে অনিয়ম উত্থাপিত হওয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সচিব বরাবরে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বর্নিত ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ক্ষতিকৃত টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ সংঘঠিত অনিয়ম রোধকল্পে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তনদের কাজকর্মের তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৪ ॥ এস,বি ও এফ,ডি'র টাকার অংক পরিবর্তন করে ও ভূয়া জমা দেখিয়ে তা উত্তোলন করতঃ ৬,৪২,৪৩৭/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৫।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ১৫-০৯-২০০৫ হতে ৩০-১০-২০০৫
- নিরীক্ষিত অফিস ঃ প্রধান ডাকঘর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ।
- এফ,ডি হিসাবে প্রকৃত জমা টাকার বামে নুতন অংক বসিয়ে টাকার পরিমান বৃদ্ধি করে তা উত্তোলন করা হয়েছে। (যেমন প্রকৃত জমা ১৫,০০০/-টাকা বামে '১'(এক) বসিয়ে তা ১,১৫,০০০/-টাকা করা হয়েছে)।
- নমুনা স্বাক্ষর জাল করে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
- নমুনা স্বাক্ষর সনাক্ত করণ স্লিপ সংগ্রহ করা হয় নি।
- এফ,ডি এর বিপরীতে ভূয়া জমা দেখিয়ে তা উত্তোলন করা হয়েছে।
- ভূয়া জমা কেবল লেজারে দেখানো হয়েছে কিন্তু দৈনিক সিডিউলে দেখানো হয়নি।
- এস,বি হিসাবে ভূয়া জমার উপর মুনাফা নির্নয় করে স্থিতি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- এস,বি হিসাবে ভূয়া জমা ও তার উপর মুনাফাসহ সমুদয় টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
- বর্নিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের ৬,৪২,৪৩৭/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বিভাগীয় তদন্ত চলছে। পূর্ণাঙ্গ জবাব পরে প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সচিব বরাবরে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বর্নিত ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ক্ষতিকৃত অর্থ দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধকল্পে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তনদের কাজকর্মের তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৫ ॥ বন্ধ ঘোষিত আমানত হিসাবে লেজারে ব্যালেন্স না থাকা সত্ত্বেও জার্নালে স্থিতি দেখিয়ে ৮,৩৫,০৫০/- টাকা উত্তোলন করতঃ আত্নসাৎ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ঃ

- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৫।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ০৮-১২-২০০৫ হতে ২৯-১২-২০০৫
- নিরীক্ষিত অফিস ঃ প্রধান ডাকঘর, নীলফামারী।
- ভূয়া নাম ব্যবহার করে বন্ধ হিসাব হতে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
- লেজারে কোন অর্থ জমা না থাকা সত্ত্বেও জার্নালের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
- দৈনিক জার্নালে **ভূয়া** স্থিতি (Balance) দেখানো হয়েছে।
- বর্নিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের ৮,৩৫,০৫০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৫)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- অনিয়ম উদঘাটিত হওয়ায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সচিব বরাবরে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বর্নিত ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আত্নসাৎকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধকল্পে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধঃস্তনদের কাজকর্মের তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৬ ॥ ভাংগানো সঞ্চয় পত্রের বিপরীতে পরবর্তীতে মুনাফা দেখিয়ে উত্তোলন করতঃ ২,৯৫,৫০০/- টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৫।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ২৯-০১-২০০৬ হতে ১৫-০২-২০০৬
- নিরীক্ষিত অফিস ঃ প্রধান ডাকঘর, লালমনিরহাট।
- ৪টি সঞ্চয়পত্রের প্রকৃত মালিক কর্তৃক মূল টাকা ও মুনাফা উত্তোলনের পর পুনরায় ঐ সকল সঞ্চয় পত্রের বিপরীতে মুনাফা পরিশোধ করা হয়েছে।
- সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীর নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ না করে মুনাফা পরিশোধ করা হয়েছে।
- সঞ্চয় পত্রের সনাক্তকরণ স্লিপ সংগ্রহ করা হয়নি।
- সঞ্চয়পত্র ভাংগানোর পর তা বন্ধ বা বাতিল করা হয় নি।
- বর্নিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের ২,৯৫,৫০০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৬)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বিভাগীয় তদন্তে অনিয়ম উদঘাটিত হওয়ায় তদন্তাধীন রয়েছে।
- ফলাফল পরবর্তীতে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সচিব বরাবরে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য)।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বর্নিত ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে উক্তরূপ অনিয়ম রোধকল্পে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধঃস্তনদের কাজকর্মের তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর ঃ-৭॥ বদলী মেয়াদী হিসাবের বিপরীতে লেজারে ব্যালেন্স না থাকা সত্ত্বেও অর্থ উত্তোলন করায় ১,৩৭,৫০০/- টাকা ক্ষতি।

বিষয়বস্তু ঃ

- নিরীক্ষা বৎসর ঃ ২০০৩-২০০৫।
- নিরীক্ষার সময় ঃ ০৮-১২-২০০৫ হতে ২৯-১২-২০০৫
- নিরীক্ষিত অফিস ঃ প্রধান ডাকঘর, নীলফামারী।
- একটি হিসাব এক ডাকঘর হতে অন্য ডাকঘরে স্থানান্তর (Transfer) হলেও তা বন্ধ করা হয়নি।
- স্থানান্তরিত লেজার হিসাবের বিপরীতে কাল্পনিক স্থিতি দেখানো হয়েছে।
- হিসাবের বিপরীতে ভূয়া নাম ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
- বর্নিত অনিয়মের মাধ্যমে সরকারের ১,৩৭,৫০০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৭)।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- জড়িত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- বিষয়টিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- অতঃপর একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করার পরও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব না পাওয়ায় সচিব বরাবরে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- হিসাব এক পোষ্ট অফিস হতে অন্য পোষ্ট অফিসে স্থানান্তর হওয়ার সাথে সাথে তা বন্ধ করা আবশ্যক।
- বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- ক্ষতিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

মহাপরিচালকের মন্তব্য

ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগের (ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়) ৪টি অফিসের ২০০৩-২০০৫ সালের হিসাব বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনামূলক ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।

উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তারিখ ঃ ২৬/১০/১৪১৩ বঃ
৮/০২/০৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আবদুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনী অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।